সমকাল

তারিখ 30 SEP 2016
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৬

ভালো ছাত্রই কি ভালো শিক্ষক?

উমর ফারুক

সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের জন্য দুই দফা সুপারিশ করেছে। যেখানে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষা ও পুলিশ ভেরিফিকেশনের ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে। কেউ তাকে বলছে নির্দেশনা, কেউ বলছে অনুরোধ। আবার কেউ বলছে আহ্বান। নির্দেশনা, অনুরোধ কিংবা আহ্বানবার্তা– যা-ই বলি না কেন, প্রশ্ন হলো, একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশনা দেওয়া কতখানি ভালো দেখায়? যদিও এ কথা সত্য, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান চলে সরকারের অর্থে। তবুও তাদের চলার জন্য আইন আছে, নির্দিষ্ট বিধান আছে এবং যেহেতু সরকারের সুযোগ আছে, সেহেতু সরকার চাইলেই সে আইন পরিবর্তন করে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কিন্তু নির্দেশনা দিয়ে তাদের স্বায়ত্তশাসনকে ব্যাহত করা ভালো দেখায় না। অন্যদিকে, সরকারের নির্দেশনার একটি মূল্য থাকা উচিত। গ্রহণযোগ্যতা থাকা উচিত। সরকারের সব নৈতিক, যৌক্তিক ও আইনসিদ্ধ নির্দেশনা অবশ্যই যে কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিপালিত হওয়া উচিত। কিন্তু আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি, নম্বরের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির নির্দেশনা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বাস্তবায়ন করেনি। অতএব, এটা ইতিমধ্যে প্রমাণিত– স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারের নির্দেশনা না মানারও অধিকার রাখে। অতএব, শুধু শুধু অমান্যযোগ্য নির্দেশনা দিয়ে নিজেদের কর্তৃত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ না করাই বোধ হয় অধিকতর সমীচীন।

তবুও যদি তর্কের খাতিরে ধরে নিই, সরকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নির্দেশনা দিতে পারে, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের জন্য এখন থেকে লিখিত পরীক্ষার আয়োজন করতে হবে। প্রশ্ন হলো, শিক্ষক নির্বাচনের জন্য লিখিত পরীক্ষা কতখানি গুরুত্ব বহন করে? আমাদের ভাবতে হবে, একজন শিক্ষক কেমন হবেন? একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কেমন হবেন? কী কী গুণ ও যোগ্যতা একজন মানুষকে শিক্ষক করে তুলতে পারে? বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার জন্য কী কী যোগ্যতা অতিরিক্ত গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে? শিক্ষকতা এখন এমন একটি পেশা, যেখানে যোগ্যতা যেমন বিবেচনা করতে হবে, তেমনি অযোগ্যতাও সমগুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হওয়া উচিত। একজন শিক্ষক মানুষ গঠন করেন, জাতি গঠন করেন। শিক্ষক নিয়োগে ভুল সিদ্ধান্ত সমগ্র জাতির জন্য বিপর্যয় বয়ে আনতে পারে। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, একজন শিক্ষকের কতখানি মেধাবী হতে হবে? তার মধ্যে সততা, আদর্শ ও নৈতিকতার কতখানি উপস্থিতি কাম্য?

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া কেমন? এ প্রক্রিয়া কতখানি নিরাপদ? এ প্রক্রিয়া কি যোগ্য প্রার্থীকে খুঁজে বের করতে পারছে? আমরা যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, তারাও কেউ কেউ বিশ্বাস করি, শুধু মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে একজন যোগ্য প্রার্থীকে খুঁজে বের করা খুবই কষ্টকর। সেখানে খুব সহজেই রাজনৈতিক চাপ প্রয়োগ করা যেতে পারে। সেখানে কখনও কখনও অর্থের লেনদেনও যে চলে, তাও নানা অসমর্থিত সূত্রে প্রচলিত। অতএব, এ কথা অস্বীকার করার সুযোগ নেই– কেবল মৌখিক পরীক্ষার নামে এক স্তরের বাছাই প্রক্রিয়া কখনোই আদর্শ প্রক্রিয়া হতে পারে না। ফলে অযোগ্যরা কখনও কখনও সেই স্থূল প্রক্রিয়া টপকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়ে যাচ্ছে। হয়তো এ কথা সত্য– লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা অপেক্ষাকৃত বেশি মেধাবীকে খুঁজে বের করতে পারব। কিন্তু প্রশ্ন হলো, তিনি কি শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের যোগ্য হবেন? শিক্ষক নির্বাচনে কি একাডেমিক মেধাই একমাত্র যোগ্যতা হওয়া উচিত? মনে রাখতে হবে, শুধু একাডেমিক মেধা ও লিখিত পরীক্ষার ফলের মাপকাঠিতে শিক্ষক নির্বাচন কখনও কখনও ভুল সিদ্ধান্ত হয়ে উঠতে পারে। আমাদের মনে রাখা দরকার, শ্রেণিকক্ষ হলো একটি ভিন্নরূপ জায়গা। শ্রেণিকক্ষে একজন শিক্ষককে নেতৃত্ব দিতে হয়। প্রাণ ছড়াতে হয়, আলো ছড়াতে হয়। আদর্শ বপন করতে হয়। পাঠের ভেতরে প্রবেশ করতে হয়। গতানুগতিক জ্ঞানের বাইরে গিয়ে প্রজ্ঞার আলোয় সিক্ত করতে হয় শিক্ষার্থীকে। এখানে মেধা যেমন দরকার, তেমনি পাঠদানের তাৎক্ষণিক কিছু সক্ষমতাও গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের মনে রাখতে হবে, অপেক্ষাকৃত কম জানা অর্থাৎ কম ভালো শিক্ষার্থীও শ্রেণিকক্ষে ভালো শিক্ষক হয়ে উঠতে পারে। কারও কারও পাঠদানের ক্ষমতা তাদের মেধা ও লিখিত পরীক্ষার যোগ্যতাকেও ছাড়িয়ে যায়। এটা ব্যতিক্রম নয়, এটাই কখনও কখনও স্বাভাবিকও বটে। মেধাবীরা হয়তো ভালো

শিক্ষক হয়ে উঠতে পারেন না। কিন্তু ভালো শিক্ষার্থী ও ভালো শিক্ষকের মাঝে কখনও কখনও আছে মস্ত একটি দেয়াল।

অতএব, এ কথা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায়, উচ্চ মেধাবী অথবা অপেক্ষাকৃত কম মেধাবীও আদর্শ ও ভালো শিক্ষক হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু যদি লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত কম মেধাবীদের বাদ দিই তাহলে শ্রেণিকক্ষ আদর্শ শিক্ষক সংকটে পড়তে পারে। ফলে যোগ্য শিক্ষক খুঁজে বের করার জন্য ডেমোক্লাস আয়োজনের বিকল্প নেই। প্রাথমিকভাবে মনোনীত প্রার্থীদের জন্য ডেমোক্লাসের আয়োজন করে চূড়ান্ত মনোনয়ন দিতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মনোনয়নে অর্থ ও রাজনৈতিক চাপ যেমন ভালো দেখায় না; লিখিত পরীক্ষার নামে অনিয়মের নতুন স্তর তৈরিও ভালো দেখায় না। তবে বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতিতে পুলিশ ভেরিফিকেশন যথেষ্ট যৌক্তিক বলে প্রতীয়মান। তবে এই আবশ্যিকতার বিষয়টিও যদি স্ব-স্ব বিশ্ববিদ্যালয় উপলব্ধি করে, তাহলে তাদের স্বায়ত্তশাসনের মান যথাযথভাবে বহাল থাকবে। একাডেমিক ফল, মেধা ও ডেমোক্লাসের মাধ্যমে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে। তবে যে প্রক্রিয়াই হোক না কেন, তা নির্ধারণ করবে বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব আইনি প্রক্রিয়ায়; সরকারের হস্তক্ষেপে না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

শিক্ষক, অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর
faruque1712@gmail.com